আলিয়া বিশ্ববিদ্যালয়

বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের শৃঙ্খলা সম্পর্কিত সংবিধি

ধারা

১৫০ (১) শৃঙ্খলা বলতে বোঝায় বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রী এবং অন্যান্যদের দ্বারা ভাল ব্যবহার এবং সুশৃঙ্খল আচরণ।

(২) নিম্নলিখিত নিয়ামাবলী এবং বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক সময়ে সময়ে প্রণীত এই জাতীয় অন্যান্য বিধিগুলি বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা কঠোরভাবে পালন করবে।

(ক) বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রত্যেক শিক্ষার্থী শৃঙ্খলা বজায় রাখবে এবং সকল স্থানে শালীন আচরণ করাকে তার কর্তব্য মনে করবে।

(খ) কোন শিক্ষার্থী বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক শিক্ষার্থীদের জন্য 'সীমার বাইরে' হিসাবে ঘোষিত স্থান বা এলাকা পরিদর্শন করবে না।

(গ) প্রত্যেক শিক্ষার্থী সর্বদা উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত তার পরিচয়পত্র বহন করবে।

(ঘ) প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে, যাকে পরিচয়পত্র দেওয়া হয়েছে প্রয়োজন অনুযায়ী অথবা বিশ্ববিদ্যালয় চাইলে পরিচয়পত্র দেখাতে বা জমা দিতে হবে।

(ঙ) ছদ্মনাম বা ভুল নামে কোন তথ্য বা নথি জমা দেওয়ার জন্য দোষী সাব্যস্ত ছাত্র শাস্তিমূলক ব্যবস্থার জন্য দায়ী হবে।

(চ) পরিচয়পত্র হারিয়ে গেলে অবিলম্বে তা উপযুক্ত কর্তৃপক্ষকে লিখিতভাবে জানাতে হবে। এবং

(ছ) যদি কোনো শিক্ষার্থী এক বা একাধিক ক্লাসে পরপর 15 দিন ধরে কোনো তথ্য ছাড়াই অনুপস্থিত থাকে তাহলে তার নাম তালিকা থেকে বাদ দেওয়া হবে। তবে নির্ধারিত রিঅ্যাডমিশন ফি ইত্যাদি প্রদানের জন্য তাকে পরবর্তী পাক্ষিকের মধ্যে সংশ্লিষ্ট ফ্যাকাল্টি কাউন্সিলের ডিনের অনুমতি সাপেক্ষে পুনরায় ভর্তি করা যেতে পারে। তবে নির্ধারিত এই সময়ের পরে আর ভর্তি করা হবে না।

(৩) ছাত্রছাত্রীদের বিষয়ে শৃঙ্খলা ও শাস্তিমূলক ব্যবস্থা সংক্রান্ত সমস্ত ক্ষমতা উপাচার্য (ভাইস-চ্যান্সেলর) এর উপর ন্যস্ত থাকবে।

(৪) ভর্তির সময়, প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে একটি ঘোষণাপত্রে স্বাক্ষর করতে হবে যে সে উপাচার্য (ভাইস-চ্যান্সেলর) এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্যান্য কর্তৃপক্ষের শৃঙ্খলামূলক আচরণবিধির অর্ন্তভূক্ত।

(৫) শিক্ষার্থীর দ্বারা সংঘটিত শৃঙ্খলা ভঙ্গের প্রতিটি ঘটনা ছাত্র কল্যাণের ডিন দ্বারা নিম্নলিখিত সদস্যদের সমন্বয়ে গঠিত শৃঙ্খলা কমিটির কাছে রিপোর্ট করা হবে।

(ক) প্রো-ভাইস-চ্যান্সেলর।

(খ) ছাত্র কল্যাণের ডিন।

(গ) সংশ্লিষ্ট ফ্যাকাল্টি কাউন্সিলের ডিন।

(ঘ) সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় প্রধান।

(ঙ) ডেপুটি রেজিস্ট্রার (একাডেমিক), কোঅর্ডিনেটর।

(৬) প্রো-ভাইস-চ্যান্সেলর বা তার অনুপস্থিতিতে ছাত্র কল্যাণের ডিন শৃঙ্খলা কমিটির চেয়ারম্যান হিসেবে কাজ করবেন।

(৭) নূন্যতম তিনজন সদস্য কোরাম গঠন করবেন। কমিটি চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য তাদের সুপারিশ উপাচার্য-এর কাছে পাঠাবে।

(৮) বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষার সাথে সম্পর্কিত শৃঙ্খলা ভঙ্গের সমস্ত ঘটনা সঙ্গে সঙ্গে প্রাসঙ্গিক নথিপত্র এবং বিশদ বিবরণ সহ পরীক্ষা নিয়ামকের কাছে পরীক্ষার হলের পরিদর্শক বা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় কর্তব্যরত ব্যক্তিকে বা ব্যক্তিদের রিপোর্ট করতে হবে। পরীক্ষা নিয়ামক অবিলম্বে শৃঙ্খলা কমিটির কাছে বিষয়টি রিপোর্ট করবেন।

(৯) শৃঙ্খলা ভঙ্গের কোনো ঘটনার রিপোর্ট পাওয়ার পর শৃঙ্খলা কমিটির কোঅর্ডিনেটর সংশ্লিষ্ট ছাত্রকে তার বিরুদ্ধে অভিযোগ সম্পর্কে অবহিত করবেন এবং তাকে শৃঙ্খলা কমিটির সামনে উপস্থিত হতে এবং মৌখিকভাবে বা লিখিত আকারে তা ব্যাখ্যা প্রদান করতে বলবেন। ছাত্ররা যদি ডিসিপ্লিনারি কমিটির সামনে উপস্থিত হতে এবং তার আচরণ ব্যাখ্যা করতে ব্যর্থ হয় তবে পরবর্তী কোন সুযোগ ছাড়াই তার বিরুদ্ধে একতরফাভাবে সিদ্ধান্ত নেওয়া হতে পারে।

(১০) যদি ডিসিপ্লিনারি কমিটি মনে করে যে শৃঙ্খলা ভঙ্গের অভিযোগ সত্য বলে প্রমাণিত হয়েছে তাহলে সংশ্লিষ্ট শিক্ষার্থীকে নিম্নলিখিত শাস্তি দিতে পারে।

(ক) তাকে সতর্ক করা; বা

(খ) তার উপর যুক্তিসঙ্গত জরিমানা আরোপ করা; বা

(গ) উপযুক্ত বলে বিবেচিত কোন নির্দিষ্ট সময়ের জন্য তাকে বরখাস্ত করা; বা

(ঘ) উপযুক্ত বলে বিবেচিত কোন নির্দিষ্ট সময়ের জন্য তাকে বহিস্কার করা।

(১১) শাস্তি সংক্রান্ত সমস্ত সিদ্ধান্ত শৃঙ্খলা কমিটির সভায় সংখ্যাগরিষ্ঠের সিদ্ধান্তক্রমে গৃহীত হতে হবে।

<u>শৃঙ্খলাহীনতা এবং অসদাচরণের কাজ</u>

<u>ধারা</u>

১৫১ (১) ক্যাম্পাসের অভ্যন্তরে বা বাইরে কোন শিক্ষার্থী দ্বারা সংঘটিত অসদাচরণের কোন কাজ বিশ্ববিদ্যালয়ের শৃঙ্খলা লঙ্ঘনের কাজ বলে গণ্য হবে।

(২) সাধারণভাবে উল্লেখিত পূর্বোক্ত বিধান সমূহ ব্যতিরেকে শৃঙ্খলা ভঙ্গের অর্ন্তভূক্ত বলে বিবেচিত হবে—

(ক) শিক্ষাদান, শিক্ষার্থীদের পরীক্ষা, গবেষণা বা প্রশাসনিক কাজ, পাঠক্রমিক বা পাঠ্যক্রম বর্হিভূক্ত কার্যকলাপ বা বিশ্ববিদ্যালয়ের সদস্যদের আবাসিক জীবন ব্যাহত করা এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের কোনো সদস্য বা কর্মচারীকে তার কাজ চালিয়ে যেতে বাধা দেওয়ার প্রচেষ্টা করা বা বাধাপ্রাপ্ত হতে পারে এরকম কোন কাজ করা,

(খ) বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্পত্তি বা বিশ্ববিদ্যালয়ের সদস্যদের সম্পত্তি বা বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাসের অভ্যন্তরে বা বাইরে অন্য কোনো সম্পত্তি ক্ষতি বা বিকৃত করা,

(গ) বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, কর্মকর্তা, কর্মচারী এবং ছাত্রছাত্রীদের অন্যায়ভাবে আটকে রাখার চেষ্টা করা বা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, কর্মকর্তা এবং অন্যান্য সদস্যদের আবাসিক সীমানার ভিতরে ক্যাম্প করা বা উপদ্রব সৃষ্টি করার কোনো প্রচেষ্টায় জড়িত থাকা,

(ঘ) অপমান এবং অবমাননাকর স্লোগান বা ভীতিপ্রদ ভাষা বা ঘৃণা ও সহিংসতার উসকানি বা এই ধরণের অন্য কোন কাজ করা,

(ঙ) যেকোন রূপে র‍্যাগিং, র‍্যাগিং বলতে বোঝায় টিজ করা, কারও উপর ব্যবহারিক রসিকতা করা বা কলেজে একটি নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত দাতব্য অর্থ সংগ্রহের জন্য কমিক প্যারেড এবং অন্যান্য ক্রিয়াকলাপ করা। র‍্যাগিং-এর মধ্যে রয়েছে কোলাহল, উচ্ছৃঙ্খল আচরণ, রুক্ষ বা অভদ্র আচরণ বা কাউকে উত্যক্ত করা, যার মধ্যে রয়েছে উত্তেজনাপূর্ণ শৃঙ্খলাহীন ক্রিয়াকলাপ যা বিরক্তিকর অযাচিত কষ্টকর, শারীরিক বা মানসিক ক্ষতি বা উদ্বেগ বা ভীতি জাগাতে পারে এমন কোনো কাজ করা বা এমন কিছু করা যা লজ্জাজনক বা বিব্রতকর বা তার জীবনের জন্য বিপদের কারণ। সিনিয়রদের 'স্যার' বলে সম্বোধন করানো, শারীরিক দক্ষতার প্রমাণ দিতে বলা, সিনিয়রদের জন্য ক্লাস নোট কপি করানো, বিভিন্ন কাজ পরিবেশন করানো, সিনিয়রদের জন্য কায়িক পরিশ্রমের কাজ করানো, অশ্লীল প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা ও উত্তর দেওয়া, তাদের সরলতা থেকে নতুনদের পর্নোগ্রাফিক ছবি দেখতে বাধ্য করা, অ্যালকোহল পান করাতে বাধ্য করা, অতিরিক্ত গরম চা পান করাতে বাধ্য করা ইত্যাদি যা শারীরিক আঘাত, মানসিক নির্যাতন বা মৃত্যুর কারণ হতে পারে, শরীরের আবরণ উন্মোচন করতে বলা বা অন্যান্য অশ্লীলতা করা।

লিখিতভাবে উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের পূর্ব অনুমতি ছাড়া—

(১) ছাত্রছাত্রীদের কোন সভা ডাকা যাবে না, বা

(২) এমন কোনো পাবলিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা যাবে না যাতে কোনো বহিরাগতকে আমন্ত্রণ জানানো হয়, অথবা

(৩) কোন বহিরাগতকে বিশ্ববিদ্যালয়ের সীমানায় ছাত্রদের উদ্দেশ্যে কোন কিছু বলতে দেওয়া হবে না।

(চ) শৃঙ্খলার মধ্যে আরও অন্তর্ভুক্ত থাকবে—

(১) উপস্থিতিতে অনিয়ম, ক্রমাগত অলসতা বা অবহেলা বা অর্পিত কাজের প্রতি উদাসীনতা।

(২) ক্লাস বা অফিস বা লাইব্রেরি অডিটোরিয়াম এবং খেলার মাঠ ইত্যাদিতে বিঘ্ন ঘটানো।

(৩) শিক্ষক বা কর্তৃপক্ষের নির্দেশ অমান্য করা।

(৪) ছাত্র সংগঠনের নির্বাচনের সময় বা সভা-সমাবেশে বা বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যক্রমিক বা পাঠ্য বর্হিভূত কর্মকান্ডের সময় যে কোনো প্রকৃতির অসদাচরণ বা দুর্ব্যবহার।

(৫) পরীক্ষা কেন্দ্রে কোনো ধরনের অসদাচরণ বা দুর্ব্যবহার।

(৬) কোনো শিক্ষক বা বিশ্ববিদ্যালয়ের কোনো কর্মচারী বা বিশ্ববিদ্যালয়ের কোনো দর্শনার্থীর প্রতি কোনো ধরনের অসদাচরণ বা দুর্ব্যবহার।

(৭) বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্পত্তি/সরঞ্জামের ক্ষতি, লুণ্ঠন বা বিকৃতি ঘটানো।

(৮) উপরোক্ত কাজগুলি করার জন্য অন্যদেরকে প্ররোচিত করা।

(৯) ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে বিভ্রান্তিকর তথ্য বা গুজব প্রচার করা।

(১০) হোস্টেলের বাসিন্দাদের দ্বারা সংঘটিত দুষ্টুমি, দুর্ব্যবহার এবং/অথবা উপদ্রব।

(১১) শিক্ষার্থীদের জন্য 'সীমার বাইরে' হিসাবে ঘোষিত স্থান বা এলাকা পরিদর্শন।

(১২) বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত পরিচয়পত্র বহন না করা।

(১৩) বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মকর্তা/স্টাফদের প্রয়োজন অনুযায়ী পরিচয়পত্র দেখানো বা জমা দিতে অস্বীকার করা।

(১৪) জাত, শ্রেণী, ধর্ম, বর্ণের ভিত্তিতে যৌন হয়রানি, র‍্যাগিং বা বৈষম্যমূলক যে কোনও কাজ এবং আচরণ।

(১৫) নিষিদ্ধ সংগঠনের সদস্যপদ, উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের যথাযথ অনুমতি ছাড়াই সভা ও মিছিলের আয়োজন করা সহ বেআইনি কার্যকলাপে জড়িত হওয়া।

(১৬) অন্য যেকোন আচার-আচরণ যা একজন ছাত্র বা ছাত্রীর জন্য অশোভন বলে বিবেচিত হয়।

(৩) কোন ছাত্রছাত্রী যা করবে না—

(ক) মৌখিক বা লিখিত শব্দ দ্বারা বা চিহ্ন বা দৃশ্যমান উপস্থাপনা দ্বারা সহকর্মী ছাত্রছাত্রী বা কোন শিক্ষক বা কোন কর্মকর্তা বা বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্য কোন কর্মচারীকে অপমান করা; বা

(খ) আসবাবপত্র, বই, সরঞ্জাম ইত্যাদি সহ বিশ্ববিদ্যালয়ের যে কোন সম্পত্তির অপব্যবহার, ধ্বংস, বিকৃতকরণ বা ক্ষতি করা; বা

(গ) বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক জারিকৃত কোন আদেশ বা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রবর্তিত কোন নিয়ম অমান্য করা; বা

(ঘ) বিশ্ববিদ্যালযের পরীক্ষায় শৃঙ্খলা ভঙ্গ করা বা অসৎ উপায় অবলম্বন করা।

(৪) একজন শিক্ষার্থী শৃঙ্খলা ভঙ্গের জন্য দোষী হবে যদি সে এই আইনের কোনো বিধান লঙ্ঘন করে বা নিম্নলিখিত অসদাচরণ বা অশালীন আচরণগুলি করে থাকে, যেমন—

(ক) নারী বা ছাত্রীদের প্রতি ইভটিজিং বা অসম্মানজনক আচরণ।

(খ) একজন শিক্ষক, কর্মকর্তা, কর্মচারী বা ছাত্র বা অন্য কোন ব্যক্তির প্রতি আক্রমণ, বা ভীতি প্রদর্শন বা অপমানজনক আচরণ।

(গ) ক্যাম্পাসে কোনো ব্যক্তির অননুমোদিত প্রবেশ বা কোনো ব্যক্তির দ্বারা হোস্টেল বা বাসস্থানসহ বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণের যেকোনো অংশের অননুমোদিত দখলদারির জন্য সংঘবদ্ধ করা।

(ঘ) বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়ম লঙ্ঘন করে একযোগে একাধিক পাঠ্যক্রমে ভর্তি হওয়া।

(ঙ) জালিয়াতি করা, বিশ্ববিদ্যালয়ের নথিপত্র বা রেকর্ড, পরিচয়পত্র ইত্যাদির সাথে কারসাজি করা বা অপব্যবহার করা।

(চ) বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়ন্ত্রণ ও এখতিয়ারাধীন কোন অফিসে মিথ্যা সার্টিফিকেট বা মিথ্যা তথ্য প্রদান করা।

(ছ) বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরে অ্যালকোহলযুক্ত পানীয়, বিপজ্জনক ড্রাগ বা অন্যান্য নেশাজাতীয় দ্রব্য সেবন করা বা রাখা।

(জ) বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরে জুয়া খেলায় লিপ্ত হওয়া।

(ঝ) বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণে ছুরি, লাঠি, লোহার শিকল, লোহার রড, বিস্ফোরক এবং আগ্নেয়াস্ত্র বা অন্য কোনো অস্ত্র রাখা বা ব্যবহার করা।

(ঞ) সাম্প্রদায়িক, জাতি বা আঞ্চলিক বিদ্বেষ অনুভূতি জাগানো বা ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে বৈষম্য সৃষ্টি করা।

(ট) পরিচয় জিজ্ঞাসা করলে অনুমোদিত বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন কর্মচারী বা কর্মকর্তার কাছে নিজের পরিচয় প্রকাশ না করা।

(ঠ) লাইব্রেরীর বই বা সেমিনারে কোন বইয়ের পৃষ্ঠা ছিঁড়ে ফেলা, বিকৃত করা, পুড়িয়ে ফেলা এবং ধ্বংস করা।

(ড) হোস্টেল, কক্ষের অননুমোদিত দখল বা অননুমোদিত অধিগ্রহণ বা বিশ্ববিদ্যালয়ের আসবাবপত্র নিজের হোস্টেল রুমে বা অন্য কোথাও ব্যবহার করা।

(ঢ) প্রভোস্ট বা ওয়ার্ডেনের অনুমতি ছাড়াই হোস্টেলে অতিথি বা অন্যান্য ব্যক্তিদের থাকার ব্যবস্থা করা।

(ণ) বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়ন্ত্রণ ও এখতিয়ারের অধীনস্থ যেকোন অফিস থেকে নেওয়া অর্থের হিসাবপত্রে গড়মিল করা।

(ত) উপভোক্তা বা অধিকারী নয় এমন ব্যক্তিদের চিকিৎসা সহায়তা প্রদানের জন্য চিকিৎসা কর্মীদের বাধ্য করা।

(থ) নৈতিক স্খলনের কোনো কাজ।

(দ) আইনের অধীন কোন অপরাধ।

(ধ) বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা নিয়মাবলীতে উল্লেখিত যে কোনো অপরাধ করা।

(ন) উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ কর্তৃক বিজ্ঞাপিত ট্রাফিক নিয়ম লঙ্ঘন।

(প) শিক্ষামূলক ভ্রমণের সময় অনুপযুক্ত আচরণ।

(ফ) পোস্টার সাঁটানো বা আপত্তিকর প্রকৃতির পুস্তিকা হ্যান্ডবিল ইত্যাদি বিতরণ করা বা দেয়ালে লেখা এবং বিল্ডিং-এর সৌন্দর্য্য নষ্ট করা।

(ব) উপাচার্য বা শৃঙ্খলা বোর্ড কর্তৃক শৃঙ্খলা লঙ্ঘনের কাজ বলে বিবেচিত হতে পারে এমন যে কোন কাজ করা।